



সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক (পিএইচ.ডি, ডি.লিট) পাবনা জেলায় ১৯৫৯ সালে একটি সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং খুব অল্প বয়সেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। ছোটবেলা থেকেই তিনি নাটকে অভিনয়, কবিতালেখা, ছবি আঁকার চর্চা, গ্রাম পর্যায়ে কিশোরদের নিয়ে পাঠাগার পরিচালনা, স্কুলে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করেছেন।

১৯৭২ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত পাবনা শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সঙ্গীত, নাটক, কবিতা, কবিতা স্নগকলন প্রকাশ ও চিত্রকলা চর্চায় সাথে ওতপ্রোত যুক্ত ছিলেন।

১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন বিশেষ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের নির্বাহী পরিচালক হিসাবে জাতি সজ্ঞা ও অন্যান্য আন্তরজাতিক সংস্থার সহযোগিতায় সংস্কৃতি ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রাখেন।

১৯৯৫ থেকে তিনি সাংস্কৃতিক এডোকেট হিসাবে আন্তরজাতিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে আসছেন।

তার গ্রন্থের সংখ্যা ৩৫ টি। তার লেখা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি জাতীয় ও আন্তরজাতিকভাবে শতাধিক পুরস্কারে সম্মানিত।

সিন্দবাদের ফ্রবতারা

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

সিন্দবাদের ফ্রবতারা

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

A publication of Dr. Sultan Muhammad Razzak from Bangladesh ,
October-2022

সিন্দবাদের ধ্রুবতারা

North Star of Sindbad

Poems By: Sultan Muhammad Razzak
Format & design: Selina Khatun
E book publication: October 2022
E-Book Center.
All rights: Dr. Sultan Muhammad Razzak

Cover and Page border: Design taken support from
Internet with courtesy.
Cover design: Sultan Muhammad Razzak
Published: Forum for Culture and Human Development
Price: USD-5/-



সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক



সূচীপত্র :

প্রবতারা		১
নুড়ি		৩
প্রেম		৪
মেঘ		৫
অন্ধকার		৬
বদল		৭
বীজ		৮
মৌমাছি		৯
বন্ধুত্ব		১০
ভবিষ্যৎ		১১
অবিম্ব্য		১২
বিভ্রম		১৩
সন্তানেরা		১৪
অনুপস্থিত		১৭
অষ্টোপাস		১৮
পিতা		২০
গন্ধ		২২
নির্ঘুম		২৪
সিন্দবাদ		২৬
পর্যবেক্ষণ		২৮
বসন্ত		২৯
কলম		৩১
আয়না		৩৩
দুঃস্বপ্নের রাত		৩৪
রূপকথা		৩৬
লেভ টলস্টয়ের সাথে একটি স্বপ্ন		৩৭
পরিয়াদী		৪০
অলীক		৪২
ভুল		৪৩
জোয়ান অব আর্ক		৪৫

ধ্রুবতারা

অজানা এক অস্থির সমুদ্রে
যেখানে উন্মাদনায় ভুগছে সব চেউ
মাছ এবং অন্যান্য জলের প্রাণীরা
ভীত এবং সন্ত্রস্ত
তবু আমি একা একা ভাসছি
নিভীক-উপভোগ করছি ঝড়ের চেউ !

পৃথিবীর সবাই আমাকে চেনে-কাছের বন্ধু তোমরাও
আমি সিন্দবাদ
আমার জাহাজ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে কবে
কত দিন- ভুলে গেছি
আমি অনুভব করি সমস্ত নোনতা জলের তরঙ্গ আমার কান্না
আমি জানিনা আমি কোথায়!

তোমার দিনগুলো
আমি জানি - একটি আনন্দদায়ক সময় পার করছো
সুন্দর শহরে
সূর্যের নীচে অথবা নিয়ন আলোতে!
কিন্তু এখানে আমার দিনগুলো বিরজিকর
আমাকে কোন দিক নির্দেশনা দেয় না.
অজানা বিশাল জলে অর্থহীন...এবং দিক শুন্য হয়ে থাকি-

রাত আমার কাছে আশা জাগানিয়া
আমি ধ্রুব তারা চিনি
যা আমার কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ
আমি দিক নির্ণয় করতে পারি !

আমি তোমার দিক অনুভব করতে পারি
তোমার ঠোঁটের সুবাস অনুভব করতে পারি
আমি তোমার চোখ দেখতে পাই
আমি দেখতে পাই
আমি দেখতে পাই
তুমি আমার শেষ চিঠি পড়ছো
তুমি সমুদ্রের গন্ধ পেতে চেষ্টা করছো
তুমি কিছু ভালোবাসা পাঠানোর চেষ্টা করছো
মেঘেদের কাছে কিছু সুন্দর কথা পাঠাতে চেষ্টা করছো।

আমি আবার বাড়ি ফিরে আসবো, তুমি আত্মবিশ্বাসী
আর তুমি নানা রঙের সুতোয় সেলাই করছো
একটা সুন্দর সিল্কি কাপড়ের উপর

যেন অনন্ত বসন্তের এক বাগানের ছবি।
শুধু তুমি সে খবর জানানো না
আমার জাহাজ সমুদ্রের ঝড়ে ভেঙ্গে গেছে...
ভয় পেও না প্রিয়..
আমি রাতের ধ্রুব নক্ষত্র চিনি
আর আমি অবশ্যই ফিরবো
বসন্তের বাগানে আবার তোমার পাশে বসবো
চাঁদনি রাতে!
আমি আবার অবশ্যই ফিরে আসছি
আমি রাতের ধ্রুব নক্ষত্র চিনি...

নুড়ি

হ্যাঁ.
যাত্রা শুরু করেছিলাম,
নিয়াভারখালদের যুগ থেকে
বা তারও আগে।
এটি একটি অনুসন্ধানমূলক ভ্রমণ ছিল-
মানব ইতিহাসের ধাপগুলি খুঁজে বের করতে,
দীর্ঘ সময়গুলো নুড়ির মতো ছড়িয়ে আছে,
এবং তা ছিল বিভিন্ন রঙের নুড়ি পাথর,
একটি ছিল বিশাল লাল এবং একটি কালো,
খুব কম সবুজ, নীল, সাদা এবং অন্যান্য রং,
আমি তাদের ঐতিহাসিক প্যারামিটারের নুড়ি বলেছি-
অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত।
শান্তি কাকে বলে?
শান্তি কি স্বপ্ন?
শান্তি কি একটি নান্দনিক কিছু?
শান্তি কি কোনো প্রত্যাশা?
শান্তি কি একটি চুক্তি?
শান্তি কি আবেগ?
আমি অনেক ধর্মগ্রন্থ দেখছি,
আমার পথে শান্তিবেত্তাদের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে,
বিতর্কিত শব্দ শান্তির প্রতীক- বইতে,
সাগর, আকাশ, বন কিংবা পাহাড়,
সবাই বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো, যেমন খুশি,
সূচনাকাল থেকেই।
কিন্তু আজ পর্যন্ত, আমরা -
আমরা এক ভ্রমণের ভ্রমণ সঙ্গী,
সমান প্রত্যাশা এবং আবেগ-

আমরা প্রতিযোগী নই।

প্রেম

সমুদ্রের জল ছিল নিকষ কালো
কি অদ্ভুত বাগান তারায় তারায়
অলংকৃত রাতের আকাশ।
ওখানে হাসতে হাসতে
কত তারা খুলে খুলে পড়ে

আমি বলি কেন?
ওরা বলে প্রেম!

আমি ভাসমান
সমুদ্রে
আমার দেহ ভেসে থাকে
ঢেউয়েরা হাসতে হাসতে
খেলতে খেলতে
একে অপরের উপর
লুটোপুটি খেতে খেতে
দূরে চলে যায় ফেনিল জ্যেৎশ্রায়
আমি বলি কি চঞ্চল তোমরা
দুষ্টমী কেন?

ওরা বলে
তুমি তো মরে গেছ কবেই-
কি বুঝবে-কাকে বলে প্রেম?

মেঘ

মেঘের রঙ এবং চলমানতায়
আমি বিস্মিত হই
যা ভাসমান বাষ্পকণা ছাড়া আর কিছু নয়।
যার গঠণে সাগর নদীনালা বৃক্ষ ও এমন কি
সকল প্রানীদেরও অবদান।
যার ভিতরে শিশির বৃষ্টি তুষার ঝড় ও বিদ্যুৎ
সবই বিদ্যমান।

এবং আমার ও তোমার
দেহ-মন বিবেচনায়
মেঘেরাও আমাদের অনুরূপ
অথবা আমরা মেঘেদের মত মননে ও দেহে!
এই ঘটমান গল্প - বৃক্ষরাও ধারণ করে
পর্বতমালা, নদী ও মরুতেও চলে
জন্ম বর্ধন ও মৃত্যুর খেলা
যা শুধু প্রবৃত্তি দ্বারা- তার
নিজস্ব নিয়ম ব্যাখ্যায় চালিত!

অন্ধকার

সৈনিকে যোগদানের পরে
তোমার সামনে যেদিন এলাম
তুমি অপূর্ব চোখে
আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে
আমিও
ঐ মুহূর্তে-
কত চাঁদনী রাত চলে গেল
কত যে বসন্ত গেল-
মনে নেই - তবে যেন হাজার বছরের সেই মুহূর্ত!
তুমি বলতে
আমার চোখের তারা, কালো ভ্রু,
আর মিশকালো গোঁফের সাথে
চাঁদনী রাত আর খোলা দখিনা জানালা
এবং তুমি আর আমি মিলেমিশে
সে এক বুকভরা গোলাপের নিরালা অন্ধকার!

এখন তুমি নেই।

একটি ভাঙা আয়নায় নিজেকে দেখি
চুরুটের ধোঁয়ায় মরচে পড়া সাদা গোঁফ
মাথায় আর বুলে পড়া চিবুকে
বুলেট আর গ্রেনেডের ক্ষত
একটা চোখ পুরো অন্ধ-
আর বুকভরা বারুদের বিভৎস অন্ধকার!

বদল

পৃথিবীর বদলে যাওয়া কি
তোমাকে ভাবায় না?
সুনামি, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প
ঝড়, বন্যা, মহামারী
কত চিহ্ন রেখে গেছে তোমাদের চারপাশে।
পৃথিবীর বদলে যাওয়া কি
তোমাকে ভাবায় না?
হাজার হাজার বছরের আকাশের গল্প
বদলে দিল কোপার্নিকাস আর গ্যালিলিও।
আর তোমাদের মাতৃগর্ভের ভ্রমণকাহিনী তাও
যা লিখেছিল হিপোক্রেটস আর গ্যালেনের কলম।
পৃথিবীর বদলে যাওয়া কি
তোমাকে ভাবায় না?
যেমন টেথিস সাগর বদলে গেল সাহারা মরুতে!
আর মাটি, অথবা মরুর বালি
অথবা সমুদ্রের ডাইনোসরের কংকাল কি বলেনা-
আমরাও ছিলাম একদা -
আজ আর নেই!
ব্যবিলন, ক্রীট, পিরামিড, পেট্রা, মহেঞ্জোদারো,
হরপ্পা আরো যত বিশ্বের বিখ্যাত স্থাপনাগুলো
যা মানুষেরা গড়েছিল- আজ সব কংকাল
এবং মানুষেরা সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে
এগিয়ে যায় নতুনের সন্ধানে-
যে আকাশ ছিল মাথার উপর-
দিন রাত্রির গ্রহ নক্ষত্রের হাজার রূপকথা নিয়ে
তাও আজ মানুষের মেধার সমান্তরাল!

বীজ

সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে
তুমি কি দেখতে পাও?
বিপুল পরিমাণ জল রাশি ?
তুমি কি কখনো ভেবেছো, জলের এক ফোঁটার সামান্য অংশ
হাজার সাগর সৃষ্টি করতে সক্ষম?
এবং তুমি হয়তো কান্নার অশ্রুকে অনুভব করো না
অথবা অনুভব করো না এক ফোঁটা ঘাম
যা বিশাল পর্বতমালাকে বরফ দিয়ে আচ্ছাদিত করতে পারে!

আর অন্ধকার,
যা সমগ্র মহাবিশ্বকে একাই ঢেকে দেয়।
এবং তুমি মহাকাশে তারা জ্বলতে দেখ
যা অন্ধকারের স্বপ্ন।
যারা একটি বীজের মত
অঙ্কুরিত হওয়ার সীমাহীন সম্ভাবনায় থাকে
বারংবার.....

আর তুমি দেখো আলোকিত শরীর
অনেক আবেগ আর অনুভূতি নিয়ে
এবং তুমি তোমার শরীরের প্রতিটি কোষ জানো
একটি বীজের মতো, তোমার মতো আরেকটি শরীর তৈরি করে

এবং এই মহাবিশ্বে অনুভব কর
সব সৃষ্টিই নতুন সৃষ্টির স্বপ্ন ধারণ করে।
অনুভব কর, হে আমার দেহ
তুমি একসাথে কত বীজ?
কত সৃষ্টি?
কত কত মহাবিশ্বের
স্বপ্নের বীজ নিয়ে...

মৌমাছি

দেখ,
হে আমার প্রিয় ফুল,
আমি যখন ভবিষ্যতের কথা ভাবি-
আমি কাঁদি;
আরো নষ্ট দিন আসছে দেখে কাঁদি।
হে আমার পাগল করা এবং প্রেমময়
সুগন্ধি ফুলের সুন্দর বৃক্ষ,

আমার ছোট ডানা দিয়ে আবৃত্তি করা সব গীতল কবিতা
তোমার জন্য... তুমি আমার বেঁচে থাকার জন্য মধু দান কর।

দেখ, হে প্রিয় ফুল মানুষ জানে না,
ঈশ্বর ইডেন বাগানে তৈরি করেছেন-
এখানে এই পৃথিবীতে!
এখানে সবার সাথে জীবনের শ্বাস ভাগ করে নিতে,
যা তোমার নিঃশ্বাস থেকে আসে।

আমার দুঃখ লাগে,
যখন তোমাকে টবে রাখা হয়,
মনুষ্যসৃষ্ট বাগানে অলংকার হিসাবে,
হয়তো বারান্দায় বা ছোট জায়গায়-
কিন্তু অব্যাহত থাকে বন হনন।
সুন্দর ফুল আর ফলের স্বপ্ন নিয়ে সব গাছগুলো ভূপাতিত হয়।

কেউ মনে করে না
গাছগুলো কোথায় পাবে মেঘলা আকাশ,
ফলবতী হওয়ার জন্য বৃষ্টি,
যেখানে তারা বাঁচার নিঃশ্বাস পাবে,

বন্ধুত্ব

আমি এখানে এমন একটি দেশে,
এখন সূর্য উঠছে,
তুমি হয়তো কোথাও,
যেখানে এখন চাঁদ উঠছে।
আমাদের কাজের শুরু
তোমার হয়তো একটি স্বপ্নের সময় শুরু
আমার অভিবাদন শুভ সকাল
আর তোমার অভিবাদ শুভ বিকাল.
দেখ আমরা একটি মার্বেলের উপর খেলা করছি,
আমরা আমাদের দিন এবং রাত ভাগ করি,
আমরা আমাদের স্বপ্ন এবং কাজের সময় ভাগ করে নিই,
আমরা আমাদের প্রার্থনার সময় ভাগ করি।
আমরা আমাদের সময় ভাগ করে নিয়ে বেঁচে থাকি
আমরা আমাদের অনুভূতি ভাগ করে নিয়ে বেঁচে থাকি
তুমি যখন কাজ কর,
তখন আমি তোমায় স্বপ্নে দেকি,
তুমি যখন বিশ্রামে থাকো,
তোমার জন্য আমি কবিতা লিখি।
আমরা মার্বেল নিয়ে খেলছি
উল্টাপাল্টা
আমি একপাশে
তুমি আমার অন্য পাশে.
এটাই মানবতার পথ
এটাই সভ্যতার পথ।
এসো আমরা একে অপরের জন্য কিছু করি।
আমি তোমার কাছ একটি শুভ সকাল আশা করি
আমার সকালে তোমায় বলবো আমি শুভ বিকাল.
আর তুমি আমাকে ভালবাসা পাঠাবে

ভবিষ্যৎ

তোমরা তো জানো
 কাহ্ন, আমার সেই বন্ধু
 নবম শতকের বিখ্যাত বঙ্গাল কবি!
 ওর সাথে কাল রাতে
 কল্পদ্রুম বনে দেখা করেছিলাম
 ও ধ্যানীযোগী-
 আমি বললাম কাহ্ন,
 আমাকে ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু বল
 ও আমাকে জিজ্ঞেস করে
 গত তিনদিন আগে কি স্বপ্ন দেখলে?
 আমি বললাম রাতের নির্মেঘ আকাশ!
 গত দুই দিন আগে?
 হ্যাঁ, দেখেছি নির্মেঘ আকাশ-
 আর খুব উজ্জ্বল নক্ষত্রের মেলা!
 আর গত রাতে,
 আমি বলি হ্যাঁ,
 গত রাতেও স্বপ্ন দেখেছি
 না মেঘ-
 না আকাশ-
 না রাত-
 শুধু নক্ষত্রের সারি সারি ছায়াপথ!
 আমি বলি ওসব জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের ছবি-
 কোটি কোটি বছরের অতীত!
 কাহ্ন হেসে বলে,
 হ্যাঁ, নক্ষত্রদের অতীত আর
 তোমাদের ভবিষ্যত!

অবিমৃষ্য

ক্রুশ কাঁধে নিয়ে
 বৃক্ষ চাঁদ নদী আর আমি
 একটি বিরান রাত্রি খুঁজি!
 ছিল সাথে মৌমছি
 আর কিছু ফুল
 ছিল এক কালো মেঘ সাথে
 অজস্র বৃষ্টি ভেজা এক ফাল্গুন!
 কোন এক বিরান রাত্রি খুঁজি
 পাহাড়ের পাদদেশে
 পাথরের পড়ে আছে
 অনাদিকাল থেকে
 যেখানের বাতাস শুধু কাঁদে
 যেখানে নেই কোন
 বগলে কেতাব নিয়ে হিংস্র মানুষ!
 যেখানে এপিটায়ফ
 থেমে থাকে
 আমাদের পায়ের চিহ্ন
 আর কিছু বুনোফুল!
 তুমিও থেমে যাবে
 যেখানে আমাদের
 পায়ের চিহ্ন শেষ
 এবং বলবে-
 অবিমৃষ্য
 আর ফিরে যাবে!

বিভ্রম

একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাতে
আমি একা এক সমুদ্রতীরে ছিলাম
আকাশভরা তারা
ঢেউইয়ের মধ্যে বিধ্বস্ত।

আমি যান্ত্রিক কিছু পেমার শব্দ শুনতে পাচ্ছি
আমার মস্তিষ্কের ভিতরে।

সেখানে একটা গাছ লাগলাম
একটি নতুন ধারা
তোমার নামে নাম রেখেছি
গাছের কাছে প্রার্থনা করি
আঁধার আকাশে স্বপ্ন হয়ে ফুটে ওঠো
কোটি কোটি সুদৃশ্য তারার সাথে।

আমি দেখলাম নরকের দুঃস্বপ্ন
সুন্দর আকাশ হলেও।
আর মাটিতে আগুন।
এটা কি বিভ্রম ছিল?
ওহ স্বপ্ন,
নাকি দুঃস্বপ্ন?
আমি জানি না!

সন্তানেরা

তোমরা কি জানো,
পিতামাতার কাছে-
তোমরা দেবদূত?
তোমরা কি জানো,
জলে স্থলে আকাশে,
এমন কোথাও কিছু নেই-
তোমরা যেমন- পিতামাতার কাছে!
আমরা গুহাযুগের আগে থেকে বলছি,
আমাদের বোধ উন্মেষের আগে থেকে বলছি,
তোমাদের নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাস,
ভাষা হয়ে গেছে, সুর হয়ে গেছে, কথা হয়ে গেছে।
যখন সূর্যের কোন নাম ছিল না,
যখন..ছিল না চাঁদের কোন নাম,
যখন সমুদ্রের কোন নাম ছিল না,
ছিল না যখন বৃষ্টির নাম,
না ছিল বৃষ্টির নাম,
না ছিল মেঘের নাম,
সেই যুগ থেকে বলছি,
আজ পর্যন্ত -
পিতামাতার কাছে
হে সন্তানেরা
তোমরা দেবদূত!
তোমরা কি জানো,
জলে স্থলে আকাশে
এমন মমতার কিছুই কোথাও নেই-
তোমরা যেমন!

তোমাদের বুকে নিয়, উচ্ছ্বসিত আনন্দে
 পৃথিবীর সব কিছুর নাম দিয়েছি আমরা,
 তোমাদের নামে- সূর্য, তারা, চাঁদ, বৃষ্টি
 আরো কত...
 যখন তোমরা মায়ের গর্ভে অঙ্ককারে,
 তখন আমরা আলোতে রূপকথা বুনি,
 আর জন্মের পরে,
 তোমাদের ছোট ছোট পায়ে, হাতে মুখে, সারা শরীরে,
 লিখে দেই আকাশের গল্প,
 নক্ষত্রের কবিতা,
 সমুদ্রের ঝড় জয় করা এক সাহসী নাবিকের স্বপ্ন!
 আমরা এক অব্যক্ত ভাষায়,
 আমাদের সব ব্যর্থতার কথা বলে যাই,
 আমাদের দীর্ঘশ্বাসের ছায়াপথ ঐকে যাই!
 তোমাদের চোখের ভিতর রেখে দেই,
 আমাদের গোপন নোনা সমুদ্র,
 আমাদের চাঁদনী রাত-
 মনের বাগেনের সব গোলাপের সুবাস,
 তোমাদের মনন ভূমিতে রোপন করে নিঃশ্ব হয়ে যাই।
 ছোট ছোট পায়ে যখন হাঁটতে,
 আমরা কি শংকায়-
 আমরা কি আনন্দে-
 তাকিয়ে দেখি-
 হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাও,
 পড়তে পড়তে হেঁটে যাও-!
 তোমাদের গতিবেগ বাড়ে-
 দেহের ঋজুতাকে জয় করে-
 কি অদ্ভুত দৃঢ়চেতা পদক্ষেপ-
 হেঁটে যাও।

আর আমরা জানি,
 তোমাদের পা পথ চিনে যায়,
 সে পথ ধরে ক্রমাগত দূর দূরের-
 ছায়াপথ থেকে বিশাল আকাশে
 নক্ষত্রের দিকে হেঁটে যাও-
 আমাদের স্বপ্নের পাড়ুলিপি
 আরো ঋদ্ধ হয়ে ওঠে তোমাদের
 প্রতি পদক্ষেপে -
 আর আমরা সুখ আর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে
 তোমাদের দেখি
 আর আমাদের বয়সের সাথে হাঁটি...

অনুপস্থিত

আমিও অবাক,
এটা কিভাবে হতে পারে!
অন্ধকারে,
যেখানে রোদে পোড়া কয়েক লাইন,
রাতে নিখোঁজ হল।
তুমি সেখানে কিছু সুরের গান রেখেছিলে,
যা প্রতি রাতে আমার সব মনে পড়ে।

আজ অনুপস্থিত...সব...
বালুকাময় সমুদ্রের তীরে,
আমার একলা বিকেল,
জোয়ারে তীর ডুবে যায়,
নীল জলে জিহবা দিয়ে
মুছে দেয় পায়ের চিহ্ন

হ্যাঁ, গাঢ় নীল জল,
আমার চাঁদ মিশেছে ঢেউয়ে,
আমার আবেগের রেখার সাথে,
তোমার সুরেলা সুর...
এমনকি আমি-
তোমার মতো অনুপস্থিতি !
আমার চোখে...
আমার নিঃসঙ্গ অন্ধকারে!

অষ্টোপাস

যে তপ্ত মরুপথে হাঁটে
সেই তো জানে খরতাপ কি?
আরো ভালো জানে জলজ অষ্টোপাস!
তুমি পথের মাঝে দিলে
আমার দু'হাত ভরে প্রশান্ত সাগর
আমি ধরে রাখি সেই নোনা জল
আমার আঁখি হয়ে গেল তাতে নদী!
আমিও কেমন যেন
দু'হাত ভরা নোনা জলের ভিতর
অষ্টোপাস হয়ে ঘুরি শত শোষণতন্ত্রে
অবাধ্য ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে।
তুমিও কেমন যেন
শেওলায় রাত নেমে এলে
অপূর্ব বিমুক্ত চাঁদ হয়ে যাও!
জ্যোৎস্নার ঝড় হয়ে বয়ে যাও
লেগে থাকে আমার অবিন্যস্ত চুলে-
বুকভরা ঝড় যার
সেই জানে ধ্বংস কাকে বলে!
আরো ভালো জানে
টেখিস সাগর যখন
গুকে গিয়ে হয় সাহারা!

আমিও কেমন যেন
জল নেই, মাটি নেই, রোদ নেই
তবুও অন্ধকারে
ফুল হয়ে ফুটি
কুয়াশার জলে ভিজে থাকি
রঙ নেই, তুলি নেই, নেই ক্যানভাস
তাও যেন বান ভাসি আঁকি।

তুমিও কেমন যেন জলভাঙা নদী
 অলিন্দের বাগানে গীতল পাখি
 সুবাসের চাঁদতারা ছুঁড়ে ফেল
 অক্টোপাসের শুঁড়ের ভিতর
 আমার অঞ্জলীতে প্রশান্ত সাগর
 আর কেশ ভরা ঝড়
 মৃত এক চাঁদ বুলে থাকে আকাশের গায়
 আর তারাগুলো নেভে আর জ্বলে
 তবুও অক্টোপাসের শুঁড়ের ভিতর
 ক্ষুধার বিষফুল ফুটে ফুটে
 নোনা জলের কুয়াশায়
 ডুবে থাকে
 কিসের আশায়!

পিতা

আমি যখন তাঁর কথা ভাবি,
 আমি একজন মানুষকে দেখি
 দীর্ঘাকার একজন যাঁর মাথা ছুঁয়ে থাকে আকাশ!
 সেখানে মায়াবী মেঘ আর জোন্মার রাত।
 সে বলে আকাশের সব তারা তোমার জন্য
 আর চাঁদনী রাত আমি বুক ভরে রেখেছি
 তুমি বড় হতে হতে যত প্রশ্ন করবে
 তার একে একে আমি উত্তর দেবো।
 আমি যখন আমার পিতার কথা ভাবি
 আমি একটি দীর্ঘ নদী দেখি
 যা যমুনা পদ্মা ধরে, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস হয়ে
 আমাজনের বুক বয়ে অসংখ্য নালা খালে
 প্রশান্ত আরও সমুদ্রে বয়ে গেছে পৃথিবী জুড়ে-
 আমার ছোট হাত ধরে সে বলতো
 তুমি বড় হতে হতে যত প্রশ্ন করবে
 একে একে আমি তার উত্তর দেবো!
 আমি যখন পিতার কথা ভাবি
 আমি এক ফুল পাখী পাতাদের ছবি দেখি
 যা সে এঁকেছিল সুবাস আর আর সুরলয় দিয়ে
 যেখানে বৃষ্টি আর মাটি কোন এক প্রশ্ন পেলে
 সুর আর লয়ে হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে
 ঘটে যেত অংকুরোদগম
 সে বলতো আমি যখন থাকবো না তোমার
 এ গাছ বড় হতে হতে রূপকথা হয়ে যাবে

আর বলবে আমার আমার সব স্বপ্নের কথা
 যা তোমাকে নিয়ে আমি ভেবেছি-
 মনে রেখ প্রিয় সন্তান আমার আমি রেখে যাবো
 অনেক জোনাকি, ফুল পাখি ঘাস আর প্রাণের সুবাস
 আর এক শুকতারা
 আর এক স্বপ্নের পথ!

গন্ধ

হুঁ, পুর্নিমার চাঁদেরও ঘুম পায়,
 পশ্চিমে হেলে গেছে,
 আমি ভাবি নক্ষত্রদের জীবন কেমন,
 ভাসতে ভাসতে জেগে ওঠা,
 ভাসতে ভাসতেই ঘুমিয়ে পড়া,
 আমি আকাশে তাকিয়ে দেখি,
 ক্ষীণ এন্ড্রোমিডা মিলিয়ে গেছে আগেই,
 আর দুধেলা ছায়াপথ তখনও স্পষ্ট!
 আফ্রিকার সাভানায় আমি আর কাহু,
 আজ আমার আমার আনন্দের রাত,
 কারণ;
 কাহু এই সাভানায় তার হাতের
 পেঁচানো রুদ্রাক্ষের মালাখানি,
 আমাকে উপহার দিয়েছে,
 অথর্- আমি তার নিকটতম শিষ্য!
 ছোট বড় ঘাস,
 দলে দলে প্রাণী,
 এ ভোরের দীঘল বাতাসে,
 মধু মধু শীত!
 আমি বলি রাতেও কি ঘাস খায়
 কাহু বলে হুঁ
 দেহের কি দিন রাত আছে?
 এত ভোরেই বিকট চীৎকার,
 দু বুনো মহিষের লড়াই,
 প্রাণান্তকর লড়াই,
 আরেক পাশে দাঁড়িয়ে এক রমণীয় মহিষী;
 একাকী নির্লিপ্ত দাঁড়িয়ে,

আর মহিষেরা নিমগ্ন সাভানার ঘাসে-
 লড়াইয়ের একজন পড়ে গেল মাটিতে,
 আরেকজন তার বিশাল শিং,
 ঢুকিয়ে দিল বুক বরারর...
 আমি আত্মকে উঠি!
 আর গজাল রক্তাক্ত শিং বের করে
 বুনোমোষ হেঁটে যায় মহিষীর কাছে,
 ওদের ক্ষুধায় ঘাস আর বুনোফুলের স্রাণ!
 ওরা মিশে গেল মোষদের পালে!
 আমি আমার হাতের মালা গুঁকে দেখি,
 প্রাচীন গন্ধ!
 কাহ্ন হেসে বলে ও গন্ধের নাম জীবন!

নির্ঘুম

পূর্নিমায় এক দুখেল সরোবরের তীরে
 কাহ্ন আর আমি বসে
 সে বিড়বিড় করে বলে
 ন মন স্থিত কোন কমল বনে
 ন মন স্থিত কোন রমণী আঁচলে
 ন মন আছে কোন ঠাঁই
 ন মন আছে কোন সাঁই
 মানুষের মন সে তো একাকী ঈশ্বর
 ন কোন মৃত্তিকা তবু সে উর্বর
 একাকী আপন বনে
 একাকী ধ্যানে থাকে সে মগন!
 আমি বলি
 সাধু,
 নির্ঘুম সম্পর্কে কিছু বল
 কাহ্ন বলে-নির্ঘুম!
 নির্ঘুমের পৃথিবী কত বড় জানো?
 নির্ঘুমের স্বপ্ন কত বড় জানো?
 নির্ঘুমের প্রেম কত বড় জানো?
 নির্ঘুমের গান কত সুরের জানো?
 নির্ঘুমের বিষাদ কত বড় জানো?
 নির্ঘুমের গল্প কবিতা কত বড় জানো?
 নির্ঘুমের রাত্রির রঙ কত জানো?
 নির্ঘুমের প্রাণ কত জানো?

আমি ভাবি- অসীমকে ভাবি সীমা দিয়ে
তাই দুঃখ প্রেম বিষাদের ফুল নিয়ে
ফুটে আছি বিষ বৃক্ষ হয়ে!
তোমাকেও মনে পড়ে জ্যোৎস্নায়
লবঙ্গ নারী
দুধেলা ছায়াপথে হয়েছিল দেখা
যে প্রেম পত্র দিয়েছিলাম ভালোবাসি লিখে
সুবর্ণ পঞ্চকলি পায়ে
কবেই যে হয়েছে দলিত পায়ে- কে জানে?
পথের ছেঁড়াখোঁরা কাগজের ভীড়ে
আজও হয়তো পড়ে আছে,
নিভে গেছে জ্যোৎস্নার লেখা!
আর নিভে গেছে চাঁদ
মাছের মৃত চোখে
দিয়ে গেছে নিরুঁম রাত!

সিন্দবাদ

আমি যখন সমুদ্রে ভাসি,
তখন নিজেকে মনে হয় সিন্দাবাদ!
সমুদ্র থেকে আমি
আকাশকে যত বড় দেখি
আমি কোনদিন ভূমি থেকে দেখি না।
যখন আমি সমুদ্রে ভাসি
তখন মনে করি আমার জীবন
তিনভাগ জল আর এক ভাগ স্থল
আর সব ঝড়ের গল্প
আর সব মেঘের গল্প
আর সব নক্ষত্রে ভরা ছায়াপথের গল্প
আর সব মাছদের গল্প
আর সব নোনাচোখের গল্প
যাদের দেখেছি আমি
পথে পথে ঘাটে ঘাটে
আমার জাহাজ ঝড়ে ভেঙে চুরমার
আমি একটি ভাঙা জাহাজের কাঠ
ধরে ভেসে থাকি
আমার মাথার উপর দিয়ে
আকাশের চাঁদ কাঁদতে কাঁদতে ডুবে যায়
মেঘের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে
পালিয়ে যায় সূর্য
সামুদ্রিক কাছিমের দল
সামুদ্রিক শৃঙ্খকের দল
আর বড় বড় ঢেউ তুলে আসে জল
নক্ষত্রগুলো দল বেঁধে হেঁটে যায়
মার্চ করে যায় ছায়া পথ ধরে

চলে যায়- নিঃশব্দে কেউ কেউ
আমি ভেসে থাকি জলে
একটি ভাঙা জাহাজের কাঠ
ধরে ভেসে থাকি
শুধু শুকতারা নিঃশব্দে চেয়ে থাকে
কাঁদে না, শোক করে না
দৃঢ় চেয়ে থাকে-
দৃঢ় চেয়ে থাকে-
দৃঢ় চেয়ে থাকে-

পর্যবেক্ষণ

তুমি কি দেখ নাই -
নির্মেষ কোন এক নিরালা আকাশ
এবং তুমি কি বুনে রাখো সেখানে
কোন হিংসার বুলেট,
নাকি কোন কবিতা?
তুমি কি দেখ নাই-
বসন্তে বুনো লতাপাতার ঝোপে ঝোপে
যেখানে ফুটে থাকে অসস্র ফুল
কোনদিন ফোটে নাই কোন বুলেটের কলি!
তুমি কি দেখ নাই কোনদিন,
ফুলে ফুলে মাধুরি সুবাস,
যেখানে কোন দিন জাগে নাই বারুদের ঘ্রাণ!
তোমাকে কি বলে নাই সাগরের জল
আমি হবো কবিতার কালি।
বুনোহাঁস দল বেঁধে উড়ে যেতে যেতে
বলে যায় পালক ফেলে যাবো
কবিতার কলম করে নিও-
তোমাদের হিংসার মরুতে-
লিখে রেখো নদী
এক আকাশ ভরা জ্যোৎস্নার মেঘ
অথবা মাঠভরা ফুল
আর ভালোবাসায় মুগ্ধ কারো দুই চোখ
যেখানে যুদ্ধ আর শোকের ছায়াও মুছে গেছে
বহুদিন আগে....
এখন শুধু ফুল ভালোবাসা আর সুবাসী জীবন!

বসন্ত

আয়না, আয়না, আয়না,
 আমার প্রিয় যাদু আয়না-
 বল কে সুন্দর আজ এই বসন্তে?
 জানো,
 এ বসন্তে ইচ্ছে আমার,
 হয়ে উঠি আরো মনোলোভা,
 অতীতের সমস্ত বসন্ত পিছনে ফেলে,
 ইচ্ছে করে,
 নতুন ফুল হয়ে ফুটি,
 নতুন কোন এক কাননে-
 পল্লবিত হয়ে উঠি নতুন পাতায়,
 নতুন এক স্রাণ বুক ভরে এনে,
 ভালোবাসায় ছড়িয়ে দেই,
 এ বিশ্বে- প্রতি বসন্তে বসন্তে,
 বল আমার প্রিয় যাদু আয়না,
 কে সবচে সুন্দর আজ এই পৃথিবীতে?
 আয়না তুমি কি এখনো শীত ঘুমে?
 না প্রিয়-
 আয়নার কোন শীত ঘুম নেই-
 দিনরাত, গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত
 আমি জেগে থাকি!
 জানি তুমি ভালো আছো-
 তোমার বিশ্বে তুমিই সেরা!
 কোজাগরী চাঁদ জাগে রাতে-
 ফুলেল বাগানে পাগল মধুকর
 তোমার আকাশে বর্ণিল মেঘেদের প্রেম।
 তবে গত রাত থেকে মন বড় খারাপ আমার-
 শেষ রাতে, এক রাতের কুসুম,

ফুটেছিল রাতের প্রারম্ভে যে-
 কোন এক রাতের রংয়ে,
 জমেছিল মধু বুক,
 তাই স্রাণ ঢেলে ডেকেছিল প্রেম,
 রাতের অচেনা মধুকর এসেছিল কাছে,
 আজলায় প্রেম ভরে চলে গেছে সে-
 আর শেষ রাতের নরম কুয়াশায়,
 মৃত্যুর সুর তুলে বায়ে,
 ঢলে পড়ে যেতে যেতে,
 তোমার মত,
 ডেকে ডেকে বলেছিল,
 আয়না আয়না আয়না,
 কে সবচে সুন্দর আজ এই বসন্তে?
 আমার উত্তর শুনে,
 যেতে পারে নাই,
 সেই অচেনা রাতের কুসুম!

কলম

১.

সন্যাসীদের সাথে থাকা আসলেই কষ্টকর;
আমি কাহুর কথা বলছি-
ও যখন কথা বলতো না আমার সাথে,
অথচ বুঝতে পারতাম, ওর আশেপাশেই আমি থাকি,
তখন আমি ওকে 'অদেখা' বলে ডাকতাম!
এখন ও দয়া করে দেখা দেয়- কথাও বলে।
আজ জ্যোৎস্নায় ধ্যান ভেঙেই কাহু,
নদীর পাড় ধরে হাঁটা শুরু করলো-
আমি বলি কোথায় যাও?
ও বলে- কে যেন ডাকছে-
আমি জানি ওকে নিশি ডাকে-
প্রায়ই আমার মা-বাবা আমাকে উদ্ধার করতো
আমি ছেলেবেলায় নিশি পাওয়া ছিলাম!
আমি পিছে পিছে যাই,
ও যেতে যেতে এক জায়গায় থেমে গেল;
মাটি থেকে কুড়ে নিল একটি পাখির পালক!
হয়তো বিশাল কোন বুনো হাঁসের-
কাহু দু'আঙুলে ধরে,
হাত বাড়ালো জ্যোৎস্নার দিকে-বল্ল-
কলম-
আমি চাঁদের উল্টো দিকে দেখলাম-
পাখির পালকের এক বিশাল কলম!

২.

কেন যেন আমি চিৎকার করে বললাম
কাহু,
কলমের প্রতি আমার বিশাল অভিযোগ আছে
চিরকাল কলম দালানী করেছে,
খুনি যুদ্ধবাজদের...
ইতিহাস লিখে গেছে, লিখে যায় এবং লিখে যাবে-
খুনি আর যুদ্ধবাজদের পক্ষে-

৩.

আমার চিৎকার এবং প্রতিবাদ
গুপ্ত আমিই গুনলাম...

*Kanhū: Eminent Bengali poet of 9th century and my poetic and psychological travel mate.

আয়না

মরণতে,
পাহাড়ের ছায়ায় পথে একাকী আমি
আমার জানা নেই কোন গন্তব্য!
বোহেমিয়ান মন জানে - কোথায় থেমে যায়
এই রক্ত মাংসের জীবন-
আর মনের পরাধীনতার গল্প আমরা সবাই জানি
দেহের ভুগোল থেকে মনের স্বাধীনতা আজও মেলেনি।
লড়াই ছিল, লড়াই আছে, লড়াই চলবে!
একটি মরণদ্যান পেলাম-
পাশের ঝোপে ঝিলিক দিল কিছু
আমার হাতের তালুর সমান একখন্ড মসৃণ পাথর
এত মসৃণ যে আমার আবছা ছবি দেখা যায়
আমি মরণদ্যানের জলে ভিজালাম-
আমি তাকালাম- ঝকঝকে আয়নায়-
কি আশ্চর্য -!
আমি কি বুনো মানুষ হয়ে গেছি?
কেন-কখন- কিভাবে?

দুঃস্বপ্নের রাত

কাহু চুপ থাকে অনেকক্ষণ,
আমিও চুপ!
কাহু জিজ্ঞেস করলো,
তোমার সারারাত কেমন ছিল?
আমি বলি-
মিঠে কড়া অন্ন মধুর!
কখনো মেঘলা,
কখনো জ্যোৎস্না,
কখনো নিরুদ্ভূম,
কখনো ঘুম,
কখনো মধু স্বপ্ন,
কখনো দুঃস্বপ্ন,
কখনো প্রিয়া ছিল পাশে,
কখনো দূরে,
কখনো নিঃশ্বাসে পেয়েছি গোলাপের স্রাব,
কখনো শুধুই নিরেট বারুদের স্রাব;
এইতো এই সব নিয়েই আমার সারারাত!
কাহু বলে
কোন মানবিকতার কবিতা
শোন নাই?
হৃদয় শোনায় নি-
জ্যোৎস্নার বানে ভাসা কোন পঙ্ক্তি মালা?
আমি বলি-

কবিতা পড়েনা তাদের শক্ত চিবুক,
কলম ছেড়ে হাতে নিয়েছে বন্দুক!
রাতের আকাশে বোমারু বিমান
নিরীহ কবির স্বপ্ন ভেঙে খান খান!

*Kanhu: Eminent Bengali poet of 9th century and my poetic and psychological travel mate.

রূপকথা

তোমরা অদ্ভুত চিন্তায় ডুবে থাকো!
তোমরা বল একদা একদল মানুষ ছিল,
পৃথিবীর কোন এক বয়সে ছিল তারা।
তারা আজকের মানুষের মত নয়-
নিরীহ প্রকৃতির সন্তান
ফলমূলে অতি সাধারণ জীবনধারণ!
তারা ঘাসফুল দেখে কবি হয়ে যেত
তারা নদী দেখে কবি হয়ে যেত
তারা মেঘ দেখে কবি হয়ে যেত
তারা আকাশ দেখে কবি হয়ে যেত
তারা সাগর দেখে কবি হয়ে যেত
তারা রাত দেখে কবি হয়ে যেত
তারা জ্যোৎস্না দেখে কবি হয়ে যেত
তারা বৃষ্টি দেখে কবি হয়ে যেত
তারা ভাবতো এক অদ্ভুত গোলাপ
যার ঘ্রাণের নাম ভালোবাসা
এবং শ্বাস আর প্রশ্বাসের নিয়ত যে প্রেম
তার নাম জীবন!
জীবনের সবখানে শুধু ছিল সুর
তারা ছিল রূপকথার মানুষের দল।
হিংসা হৃদয় যুদ্ধবিহীন
কাব্যিক মানুষের দল!

লেভ টলস্টয়ের সাথে একটি স্বপ্ন

কাল রাতে স্বপ্ন দেখছিলাম,
আমি যেন ছেলেবেলায় ফিরে গেছি।
আমার গ্রামের বাড়িতে-
সেখানে জানালা দিয়ে,
একটা ট্রেন স্টেশন দেখলাম।
বাঁশি বাজিয়ে একটা ট্রেন আসছিল।
তা ছিল একটি সুন্দর গান গাওয়া পাখির মত।
স্বপ্নে,
আমি এখনও মনে করতে পারি,
আমার বৃকের উপর একটা বই খোলা ছিল-
যার নাম “যুদ্ধ এবং শান্তি”।
নির্জন অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে ট্রেনের হুইসেলের শব্দ।
ঠিক সেই মুহূর্তে একটা দাড়িওয়ালা মুখ উঁকি দিল
আমার জানালা দিয়ে-
ওহ, তিনি ছিলেন লেভ টলস্টয়।
সে বলল চল ট্রেন স্টেশনে যাই,
আমি তার সাথে বের হলাম,
পথে, আমি কিছু বনফুল ছিঁড়ে নিলাম-
বসন্তের পূর্ণিমা রাতের মতো তার সুগন্ধ- খুব মিষ্টি ছিল।
ট্রেন স্টেশনে...
আমরা ঘনিষ্ঠভাবে বসলাম,
তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আজ কত তারিখ?
আমি আমার স্মার্টওয়াচের দিকে তাকালাম,
এটি ছিল নভেম্বর 20, 1910

আমি অবাক হলাম,
আজকের দিনে তিনি ইস্তেকাল করেছেন!

উনি বললেন, কেমন আছো?

আমি ঠিক আছি, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি
আপনার “যুদ্ধ এবং শান্তি”
ওহ, তুমি তো এখনও ছোট!
তবে তুমি অবশ্যই বুঝেছো-
যুদ্ধ সব কিছু ধ্বংস করে দেয়
এবং
অসহনীয়, ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি করে-
দারিদ্র্য, ক্ষুধা, শোক, ভয় এবং সকল নেতিবাচকতা নিয়ে বেঁচে
থাকা!
এক কথায় যুদ্ধ ধ্বংস করে মানবতা ও সভ্যতা।
আমি উত্তর দিলাম হ্যাঁ।
আমি তার সাথে পাশে কথা বলতে লাগলাম
এটা একটি বিচ্ছিন্ন পুরানো ট্রেন স্টেশন।
বলছিলাম,
আমি আপনার একটি ছোট গল্প পড়েছি,
নাম “তিনটি প্রশ্ন”
সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে-
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় কি?
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কে?
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি?
যা আমি গল্প থেকে পেয়েছি-
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় বর্তমান,
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হল-
আমি বর্তমানে যার সাথে আছি;
এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল
বর্তমান সময়ে যে আমার সাথে আছে- তার সেবা করা।

বর্তমান সময়কে কাজে লাগানো-
 বন্ধুত্ব করা-
 আর মানবতার সেবায়-
 ওহ, এটাকেই তো শান্তি বলে-!
 আমি তিনটি প্রশ্নের অর্থ আবিষ্কার করে আনন্দিত হলাম।
 একটা ট্রেন আসছিল,
 বাঁশি বাজিয়ে
 আমার কাছে মনে হলো তা যেন সারা বিশ্বকে সতর্ক করে
 মানবতা ও শান্তির গান গাইছে।
 “বর্তমান সময়কে কাজে লাগাও-
 বন্ধুত্ব কর-
 এবং মানবতার সেবা কর”
 সে বলল আমাকে এই ট্রেনে যেতে হবে...
 ওহ হ্যাঁ, আমি তার সামনে দাঁড়ালাম,
 এবং আমি তাকে বনফুলের গুচ্ছ দিলাম,
 তিনি ট্রেনে চড়লেন-
 আর আমি ঘুম থেকে উঠে দেখলাম-
 সকালের সূর্যের রোদ জানালা দিয়ে আসছে।

পরিযায়ী

এক পরিযায়ী পাখীর দল,
 শীতের প্রারম্ভে,
 কুয়াশাভেজা রাতে -
 পালকের পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে!
 আমি তখন বিন্দ্র অলিন্দে বসে;
 টবের বেলীফুল সুবাসের গান গায়।
 আমি জানিনা ওরা কোথায় যায়,
 উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণে-
 না কি দক্ষিণ থেকে উত্তরে!
 আমি জানি,
 তীরের ফলা নঁকশায়
 ওরা উড়ছে-
 আর কোন এক তাগড়া পাখি
 হই হই করে উদ্দীপ্ত সুর তুলে যায়
 আর অন্য পাখীরা হই হই সুর তুলে
 পালকের পাখ ঝাপ্টে চলে-
 আমার মনে হলো,
 পাখিদের সারির মাঝে-
 আমিও এক পরিযায়ী পাখী!
 চলে গেছে আমার যৌবনের চাঁদ,
 পালকে মুছে গেছে রোদ!
 আমিও ছিলাম এ সারির তীরবিন্দু
 কোন একদিন-
 হয়!

বেঁচে থাকে উড়ালের সাধ।

ঝড়ও থেমে হয় মন্দা বাতাস
ঝরা পাতায় ভেঙে যায় গতি!
আমি কান পেতে পরিয়ানী পাখিদের
হই হই শুনি;
পালকের দেউটি নিভে যায় একে একে

অনীক

আমি দিনের আকাশ দেখতে দেখতে
সূর্যের কাছে চলে গেছি বহুদিন।
আমি রাত খুঁজতে খুঁজতে
চোখের কালো কাঁচে ডুবে গেছি বহুদিন।
তোমার পায়ের আঙুলে দেয়া
আকাশ রঙের নেল পালিশ
খুঁজতে খুঁজতে মেঘ ভেঙে
বৃষ্টির জলে নেয়েছি বহুদিন।
আকাশকে ডুবে যেতে দেখে
যৈবতী চাঁদের বুকে
আমি কেঁদেছি বহুদিন।
ঘাস পিপড়েরা তৃষ্ণায় কাঁদে বলে
সমুদ্র জেগে থাকে শিশিরের বুকে।
চোখ কিছু দেখে নাকি!
আমি জানি
দেখে সব মন-
মন কখনো লবংগ
আবার কখনো লবন।
আমি জানি মিটিমিটি তারাদের কাছে
নিভুনিভু তারা এক গল্পবাগান।
নিভে গেলে নিভুনিভু তারা
আমি জানি
জ্বলে ওঠে একেলা আকাশ!

ভুল

কাঁচা মাটির ট্যাবলেট সামনে রেখে,
কিলক কাঠি নিয়ে,
বসেছিলাম একটি পত্র লিখবো বলে-
হ্যাঁ, তোমাকে!
প্রথমেই তিনটি শব্দ লিখে ফেলেছি-
সম্ভাষণ ছাড়াই...
সাঁঝ গগণের চাঁদ আমার ছায়া লিখেছে
সুমেরীয় উপত্যকায়-
তারপর ঝড়ে প্যাপিরাসের লক্ষকোটি পাতা
আমাকে নিমজ্জিত করে চলে গেল!
আমার ছায়া ছোট হয়ে আসে
পাথর কাটা ছেনি হাতুড়ি
আমি হায়ারোগ্লিফিক্সে লিখলাম
আবার সেই ভুল!
সম্ভাষণ ছাড়া মাত্র তিনটি শব্দ!
হ্যাঁ, তোমাকেই লিখেছিলাম!
চাঁদ উঠে গেল মাথার উপর,
আমার ছায়া আরো আরো ছোট,
মধ্যরাতে বালি ঝড়-
বাতাসে ঝড়ে ভাসা সিলিকায়-
মিশরীয় উপত্যকা যেন বিশাল এক
ধবধবে সাদা কাগজ -
পাশে নীলনদে আমার কলম চুবিয়ে নিলাম,
সাদা কাগজে জ্যোৎস্নায় লিখলাম আবার-
আহ!
আবার সেই ভুল!

লিখিনি কোন সম্ভাষণ!
লিখেছি শুধু সেই তিনটি শব্দ-
হ্যাঁ, তোমাকেই!
শেষরাতে,
আমার ছায়া পূর্ব দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে,
আর শান্ত শেষ রাত!
আমার হাতে কলম নেই
কালির সমুদ্র পড়ে আছে
ফুরিয়ে গেছে কলম!
আমার দু'হাত ভরা আকাশ,
অজস্র তারায় কত লেখা,
আবার পত্র লিখতে বসেছি-
কি লিখবো ভাবতে ভাবতেই লিখে ফেলেছি
ঐ তিনটি-
সম্ভাষণ ছাড়া!

জোয়ান অব আর্ক

কাকুনুস আমার রূপকথার পংখী।
 একদিন রাতে
 চাঁদনীরাতে
 আকাশে ছিল না মেঘ
 তারাগুলো ছিল নতুনের মতন!
 আমিও ওর সাথে উড়ছিলাম
 ও গল্প বলছিল-
 আর আমি শুনছিলাম।
 কাকুনুস বলছিল
 জানো,
 পৃথিবীর সভ্যতা জঘন্য ইতিহাসে রচিত!
 তুমি কি ভুলে গেছো-
 মেইড অব অরলিন্সের কথা?
 আমি বলি-
 ২০২২ সালে হঠাৎ তার কথা কেন?
 কাকুনুস বলে-
 কারণ তোমরা মানুষেরা
 মাতৃহত্যারক!
 ভুলে যেতে পারো তাঁর কথা,
 তুমি যদি মানবতা ভুলে যেতে চাও,
 ভুলে যেতে পারো তাঁর কথা!
 তুমি যদি মুক্ত শ্বাসকে ভুলে যেতে চাও,
 তুমি যদি প্রাণখোলা গান ভুলে যেতে চাও,
 তুমি যদি জ্যোৎস্না ভুলে যেতে চাও,
 তুমি যদি শীতের বরফ ঝরা ভুলে যেতে চাও,
 তুমি ভুলে যেতে চাও কোন নদী,

তুমি ভুলে যেতে চাও কোন সাগর,
 ভুলে যাও মানবতার গান!

হ্যাঁ, সেই রাখাল বালিকার কথা,
 যে দূরের যাত্রী পাখিদের মত,
 পাখার উপর বিশ্বাস রেখে,
 দেহের ক্লান্তি ছেড়ে উড়াল দিয়েছিল
 মনের উপর!
 যে ছুটে চলেছে খোলা কৃপান হাতে
 বায়ুবেগী অশ্বের পিঠে-
 ফুঁসে ওঠা সাগরের ঢেউয়ের ফনায়
 নিপীড়ন আর নিপীড়িত মানুষের জন্য
 তাঁর কেঁদেছিল প্রাণ!
 মাঠের মেঘের দিকে তাকিয়ে,
 কে যেন বলেছিল তাকে,
 মেইড অব অরলিন্স,
 জেগে ওঠো মা
 তোমার সন্তানদের দিকে তাকাও-
 জেগে ওঠো!
 কে যেন বলেছিল, কে দিয়েছিল ডাক
 কোন সে ইশ্বর?
 ইশ্বর, হাহ, চিরকাল দৈববাণী দেয়
 আর নিপীড়িত মানুষের জন্য
 যুদ্ধ করে নিপীড়িত মানুষ!
 আর থাকে কিতাববাদী চন্ডালের দল,
 কিতাবের অলিতে-গলিতে,
 ফাঁদ পেতে রাখে- বিছিয়ে রাখে হননের শুল,
 অথবা কালকেউটের বিষ,
 অথবা জীবন্ত পুড়িয়ে দেয়ার জঘন্য বেদী,
 অথবা ফাঁসিকাঠ,

অথবা বুলেটভর্তি বন্দুকের নল।
বীরমাতা জোয়ান অব আর্ক!

মেইড অব অরলিন্স -
শেষ পর্যন্ত ডাইনী খেতাবে
অগ্নি বেদীতে নৃশংসভাবে প্রাণ দিলে-
কিতাবী চন্ডালদের হাতে-
হাহ ইশ্বর-
দৈববাণী বানী দিয়ে কোথায় পালাও তুমি
যুগে যুগে?
আর মানুষ লিখে যায় জঘন্য ইতিহাস
সভ্যতার নামে!

*Kakunus: A bird of Bengali fairy tale

